প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

পাঠ নং- ২ প্রেরিত ৯ + রোমীয় ৮ থেকে পড়ুন

নাজাত হল পাক রূহের সার্বভৌম, একতরফা কাজ যেখানে তিনি মৃতদের [পুনরুত্থান] জীবন আনেন। কিন্তু কঠিন হৃদয় যা সম্পূর্ণরূপে ঈসা মসীহের বিরোধী। এই "নতুন জন্মের" অভিজ্ঞতা আমাদের গুনাহ এবং অপরাধের জন্য ভাঙ্গা হৃদয়ে অনুতাপ তৈরী করে। এটি নতুন ঈমানদারকে নেতৃত্ব দেয়, যিনি এখন ঈসার কাছে যোগ্য সত্য-ভরা চোখ দিয়ে ঈসা এবং অবিলম্বে প্রভু এবং পরিত্রাতা হিসাবে ঈসাকে স্বীকার করার ইচ্ছা দেওয়া হয় এবং তিনি যেখানেই নেতৃত্ব দেন ঈসাকে ভালবাসতে এবং অনুসরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন।

আল্লাহর কাছ থেকে নাজাত:

প্রেরিত ৯:৩-৬ আয়াত - পথে যেতে যেতে যখন তিনি দামেস্কের কাছে আসলেন তখন আসমান থেকে হঠাৎ তাঁর চারদিকে আলো পড়ল। তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন এবং শুনলেন কে যেন তাঁকে বলছেন,

মানুষের কাছ থেকে নাজাত:

আয়াত ৫-৬ “শৌল, শৌল, কেন তুমি আমার উপর জুলুম করছো” শৌল জিজ্ঞাসা করলেন, “প্রভু, আপনি কে? তিনি বললেন, “আমি ঈসা, যাঁর উপর তুমি জুলুম করছ। এখন তুমি উঠে শহরে যাও। কি করতে হবে তা তোমাকে বলা হবে।”

এই "নতুন জন্ম", "নতুন আধ্যাত্মিক দৃষ্টি", অভিজ্ঞতা কি অনুসরণ করে?

আয়াত ১০-৪৩ দামেস্ক শহরে অননিয় নামে একজন উম্মত ছিলেন। প্রভু তাঁকে দর্শন দিয়ে বললেন, “অননিয়” জবাবে তিনি বললেন, “প্রভু, এই যে আমি” প্রভু তাঁকে বললেন, “সোজা নামে যে রাস্তাটা আছে তুমি সেই রাস্তায় যাও। সেখানে এহুদার বাড়ীতে শৌল বলে তার্ষ শহরের একজন লোকের তালাশ কর। সে মুনাজাত করছে এবং দর্শনে দেখেছে যে, অননিয় নামে একজন লোক এসে তার গায়ে হাত রেখেছে যেন সে আবার দেখতে পায়।”

অননিয় বললেন, “প্রভু, আমি অনেকের মুখে এই লোকের বিষয় শুনেছি যে, জেরুজালেমে তোমার বান্দাদের উপর সে কত জুলুম করেছে। এছাড়া যারা তোমার নামে মুনাজাত করে তাদের ধরবার জন্য প্রধান ইমামদের কাছ থেকে অধিকার নিয়ে সে এখানে এসেছে। কিন্তু প্রভু অননিয়কে বললেন, “তুমি যাও, কারণ অ-ইহুদীদের ও তাদের বাদশাহ্‌দের এবং বনি-ইসরাইলদের কাছে আমার সম্বন্ধে তবলিগ করবার জন্য আমি এই লোককেই বেছে নিয়েছি। আমার জন্য কত কষ্ট যে তাকে পেতে হবে তা আমি তাকে দেখাব।” তখন অননিয় গিয়ে সেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেন আর শৌলের গায়ে হাত দিয়ে বললেন, ভাই শৌল, এখানে আসবার পথে যিনি তোমাকে দেখা দিয়েছিলেন তিনি হযরত ঈসা তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন যেন তুমি তোমার দেখবার শক্তি ফিরে পাও এবং পাক-রূহে পূর্ণ হও। তখনই শৌলের চোখ থেকে আঁশের মত কিছু একটা পড়ে গেল এবং তিনি আবার দেখতে পেলেন। এর পরে তিনি উঠে পানিতে তরিকাবন্দী নিলেন।

এবং খাওয়া-দাওয়া করে শক্তি ফিরে পেলেন। শৌল দামেস্কের উম্মতদের সংগে কয়েক দিন রইলেন।

শৌল মসীহকে প্রচার করলেন:

তার পরে সময় নষ্ট না করে তিনি ভিন্ন ভিন্ন মজলিস-খানায় এই কথা তবলিগ করতে লাগলেন যে, ঈসাই ইব্‌নুল্লাহ্‌। যারা তাঁর কথা শুনত তারা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করতে, “জেরুশালেমে যারা ঈসার নামে মুনাজাত করে তাদের যে জুলুম করত এ কি সেই লোক নয়? এখানেও যারা তা করে তাঁদের বেঁধে প্রধান ইমামদের কাছে নিয়ে যাবার জন্যই কি সে এখানে আসে নি?”

শৌল কিন্তু আরও শক্তিশালী হয়ে উঠতে লাগলেন এবং ঈসাই যে মসীহ্‌ তা প্রমাণ করলেন। এতে দামেস্কের ইহুদীরা বুদ্ধিহারা হয়ে গেল। এর অনেক দিন পরে ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করতে লাগল, কিন্তু শৌল তাদের ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারলেন। তাঁকে হত্যা করবার জন্য ইহুদীরা শহরের দরজাগুলো দিনরাত পাহারা দিতে লাগল। কিন্তু একদিন রাতের বেলা শৌলের শাগরেদেরা একটা ঝুড়িতে করে দেয়ালের একটা জানালার মধ্য দিয়ে তাঁকে নীচে নামিয়ে দিল।

প্রেরিত পৌলের সঙ্গে নতুন চুক্তিতে চলা
তাঁর জীবন এবং লেখনীর দ্বারা

শৌল জেরুজালেমে

শৌল জেরুজালেমে এসে উম্মতদের সংগে যোগ দিতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা সবাই তাঁকে ভয় করতে লাগল৷ তারা বিশ্বাস করতে পারল না যে, শৌল সত্যিই একজন উম্মত হয়েছেন৷ কিন্তু বার্নাবাস তাঁকে সংগে করে সাহাবীদের কাছে নিয়ে গিয়ে তাঁদের জানালেন, দামেস্কের পথে শৌল কিভাবে হযরত ঈসাকে দেখতে পেয়েছিলেন এবং ঈসা তাঁর সংগে কিভাবে কথা বলেছিলেন, আর দামেস্কে ঈসার সম্বন্ধে তিনি কিভাবে সাহসের সংগে তবলিগ করেছিলেন৷ এর পরে শৌল জেরুজালেমে উম্মতদের সংগে রইলেন এবং তাঁদের সংগে চলাফেরা করতেন ও প্রভুর বিষয়ে সাহসের সংগে তবলিগ করে বেড়াতেন৷ যে ইহুদীরা গ্রীক ভাষা বলত তাদের সংগে তিনি কথা বলতেন ও তর্ক করতেন, কিন্তু এই ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করবার চেষ্টা করতে লাগল৷ ঈমানদার ভাইয়েরা এই কথা শুনে তাঁকে সিজারিয়া শহরে নিয়ে গেলেন এবং পরে তাঁকে তার্ষ শহরে পাঠিয়ে দিলেন৷

শৌল এই "নতুন জন্ম" দ্বারা ধন হিসাবে কী লাভ করেছিলেন? যে ধন শৌল সত্য যে আনন্দ অর্জিত অনুরূপভাবে কিতাবে স্পষ্টভাবে ঈসাকে দেখতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে যুক্ত করা হয়, যা একটি নতুন জন্ম দেওয়া হয় অবিলম্বে "নতুন জন্মগ্রহণকারীকে" বারবার বলার জন্য পাঠায় যে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমের গল্প, কিভাবে আমাদের স্রষ্টা আমাদের জন্য আমাদের জায়গায় মৃত্যু দিয়ে আমাদের মুক্তিদাতা, পুনর্গঠনকারী এবং পুনরুদ্ধারকারী হয়েছেন৷

ঈশ্বরের প্রতিটি সন্তান, আংশিকভাবে পৃথিবীতে এবং সম্পূর্ণরূপে বেহেস্তে, যে কোন ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ ধন পায় সর্বদা অধিকারী হয়৷ আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর পুত্র ও কন্যা, ঈসা মসীহের ভাই বা বোন এবং ঈসা আবার সমগ্র মহাবিশ্বের সৃষ্টি করার সময় সমস্ত মহাবিশ্বের উপর যীশুর সাথে যৌথ-উত্তরাধিকারী করে তোলেন৷

প্রকাশিত কালাম ২১:১-৭ - তারপর আমি একটা নতুন আসমান ও একটা নতুন জমীন দেখলাম৷ প্রথম আসমান ও প্রথম জমীন শেষ হয়ে গিয়েছিল এবং সমুদ্রও আর ছিল না৷ পরে আমি সেই পবিত্র শহরকে, অর্থাৎ নতুন জেরুশালেমকে বেহেশতের মধ্য থেকে এবং আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নেমে আসতে দেখলাম৷ কনেকে যেমন তার বরের জন্য সাজানো হয়, এই শহরকেও ঠিক সেইভাবে সাজানো হয়েছিল৷ তারপর আমি একজনকে সেই সিংহাসন থেকে জোরে এই কথা বলতে শুনলাম, “এখন মানুষের মধ্যে আল্লাহ্‌র থাকবার জায়গা হয়েছে৷ তিনি মানুষের সংগেই থাকবেন এবং তারা তাঁরই বান্দা হবে৷ তিনি নিজেই মানুষের সংগে থাকবেন এবং তাদের আল্লাহ্‌ হবেন৷ তিনি তাদের চোখের পানি মুছে দেবেন৷ মৃত্যু আর হবে না; দুঃখ, কান্না ও ব্যথা আর থাকবে না, কারণ আগেকার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে৷ যিনি সেই সিংহাসনে বসে ছিলেন তিনি বললেন, “দেখ, আমি সব কিছুই নতুন করে তৈরী করছি৷” পরে তিনি আবার বললেন, “এই কথা লেখ, কারণ এই কথাগুলো বিশ্বাসযোগ্য ও সত্য৷” তিনি আমাকে আরও বললেন, “শেষ হয়েছে৷ আমি আল্‌ফা এবং ওমিগা- শুরু ও শেষ৷ যার পিপাসা পেয়েছে তাকে আমি জীবন্তপানির ঝর্ণা থেকে বিনামূল্যে পানি খেতে দেব৷ যে জয়ী হবে সে এই সবের অধিকারী হবে৷ আমি তার আল্লাহ্‌ হব এবং সে আমার পুত্র হবে৷

আমাদের যৌথ উত্তরাধিকার রোমীয় ৮ এ সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে৷

রোমীয় ৮:১, ১২-১৭ যারা মসীহ্‌ ঈসার সংগে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌ তাদের আর শাস্তির যোগ্য বলে মনে করবেন না৷ [পদ] ১২-১৭ সেইজন্য ভাইয়েরা, আমরা ঋণী, কিন্তু সেই ঋণ গুনাহ্‌-স্বভাবের কাছে নয়৷ গুনাহ্‌-স্বভাবের অধীন হয়ে আর আমাদের চলবার দরকার নেই৷ যদি তোমরা গুনাহ্‌-স্বভাবের অধীনে চল তবে তোমরা চিরকালের জন্য মরবে৷ কিন্তু যদি পাক-রূহের দ্বারা শরীরের সব অন্যায় কাজ ধ্বংস করে ফেল তবে চিরকাল জীবিত থাকবে, কারণ যারা আল্লাহ্‌র রূহের পরিচালনায় চলে তারাই আল্লাহ্‌র সন্তান৷ তোমরা তো গোলামের মনোভাব পাও নি যার জন্য ভয় করবে; তোমরা আল্লাহ্‌র রূহ্‌কে পেয়েছ যিনি তোমাদের সন্তানের অধিকার দিয়েছেন৷ সেইজন্যই আমরা আল্লাহ্‌কে “আব্বা”, অর্থাৎ পিতা বলে ডাকি৷ পাক-রূহ্‌ও নিজে আমাদের দিলে এই সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আমরা আল্লাহ্‌র সন্তান৷ আমরা যদি সন্তানই হয়ে থাকি তবে আল্লাহ্‌ তাঁর সন্তানদের যা দেবেন বলে ওয়াদা করেছেন আমরা তা পাব৷ মসীহ্‌ই আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তা পাবেন আর আমরাও তাঁর সংগে তা পাব, কারণ আমরা যদি মসীহের সংগে কষ্টভোগ করি তবে তাঁর সংগে মহিমারও ভাগী হব৷

আপনার যা কিছু মসীহে স্থাপন করা হয়েছে এবং পাক রূহ আপনার জীবনে জন্মগ্রহণ করেছেন তা উপভোগ করতে, অনুগ্রহ করে ৮ অধ্যায়ের পুরোটা পড়ুন এবং বেহেস্ত থেকে আপনার হৃদয়ে প্রদত্ত আনন্দে ফেটে না যাওয়া পর্যন্ত বারবার পড়া চালিয়ে যান!

কোন প্রশ্ন থাকলে লিখুন এবং আমাকে পাঠান৷ আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেমন আমাদের স্পষ্টতটা দেওয়া হয়েছে৷ সময় এবং সুযোগ মসীহে আপনার প্রতি আমাদের সমস্ত ভালবাসা - জন + ফিলিস (Jon + Philis)